সিলেবাস

বাংলা প্রথম পত্র (আবশ্যিক)

বিষয় কোড: ০০১

বিষয়	পূর্ণমান- ১০০	পূর্ণমান
▸ ব্যাকরণ		৫ × ৬ = ৩০
(ক) শব্দগঠন		
(খ) বানান/ বানানের নিয়ম		
(গ) বাক্যশুদ্ধি/ প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ		
(ঘ) প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ		
(ঙ) বাক্যগঠন		
▸ ভাব-সম্প্রসারণ		২০
▸ সারাংশ/সারমর্ম		২০
▸ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর		৩০

সূচিপত্র

ব্যাকরণ অংশ

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-০১: শব্দ গঠন		
১.১	শব্দ	২
১.২	প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন	৬
১.৩	উপসর্গযোগে শব্দ গঠন	৭
১.৪	সমাসযোগে শব্দ গঠন	১১
১.৫	সন্ধিযোগে শব্দ গঠন	১২
১.৬	দ্বিরুক্তির মাধ্যমে শব্দগঠন	১৩
১.৭	শব্দ ও পদের গঠন	১৪
১.৮	পদ প্রকরণ ও পদের ব্যবহার	১৪
অধ্যায়-০২: বাংলা বানান ও বানানের নিয়ম		
২.১	বাংলা বানান ও বানানের নিয়ম	২৪
২.২	ণত্ব বিধান ও বাংলা বানান	২৮
২.৩	ষত্ব বিধান ও বাংলা বানান	২৯

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-০৩: বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ		
৩.১	বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	৩৯
অধ্যায়-০৪: প্রবাদ-প্রবচন ও বাগ্‌ধারা		
৪.১	বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত প্রবাদ	৫৫
৪.২	বাগ্‌ধারা ও অর্থপূর্ণ বাক্য	৬৯
অধ্যায়-০৫: বাক্য গঠন		
৫.১	বাক্য	৯০
অধ্যায়-০৬: ভাব-সম্প্রসারণ		
৬.১	গদ্যধর্মী ভাব-সম্প্রসারণ	১০৪
৬.২	পদ্যধর্মী ভাব-সম্প্রসারণ	১২২
অধ্যায়-০৭: সারাংশ/সারমর্ম		
৭.১	সারাংশ	১৩৩
৭.২	সারমর্ম	১৪১

সূচিপত্র
সাহিত্য অংশ

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-০৮: প্রাচীনযুগ		
৮.১	চর্যাপদ	১৫২
অধ্যায়-০৯: মধ্যযুগ		
৯.১	অন্ধকার যুগ	১৬২
৯.২	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	১৬৫
৯.৩	বৈষ্ণব সাহিত্য	১৭১
৯.৪	মঙ্গলকাব্য	১৭৮
৯.৫	অনুবাদ সাহিত্য	১৮৬
৯.৬	রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও আরাকান রাজসভা	১৮৮
৯.৭	কবিগান ও পুঁথি সাহিত্য	১৯৬
৯.৮	লোকসাহিত্য, গীতিকা ও নাথ সাহিত্য	১৯৮
৯.৯	মর্সিয়া সাহিত্য	২০১
৯.১০	মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য ধারা	২০২
অধ্যায়-১০: যুগসন্ধিক্ষণ ও আধুনিক যুগ		
১০.১	যুগসন্ধিক্ষণ	২০৩
	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২০৪
১০.২	আধুনিক যুগের ধারণা	২০৭
আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের তালিকা	রাজা রামমোহন রায়	২১৫
	প্যারীচাঁদ মিত্র	২১৭
	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	২১৮
	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	২২৩
	দীনবন্ধু মিত্র	২২৮
	বিহারীলাল চক্রবর্তী	২৩০
	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৩২
	মীর মশাররফ হোসেন	২৩৯
	কায়কোবাদ	২৪৩
	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪৫
	প্রমথ চৌধুরী	২৫৮
	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৬০
	বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	২৬৪
আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের তালিকা	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬৮
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭০
	জীবনানন্দ দাশ	২৭২
	কাজী নজরুল ইসলাম	২৭৫
	জসীম উদ্‌দীন	২৮৩
	সৈয়দ মুজতবা আলী	২৮৭
	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৮
	শওকত ওসমান	২৯২
	ফররুখ আহমদ	২৯৫
	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	২৯৭
	মুনীর চৌধুরী	৩০১
	শহীদুল্লা কায়সার	৩০৩
	শামসুর রাহমান	৩০৪
	জহির রায়হান	৩০৯
	সৈয়দ শামসুল হক	৩১২
	রিজিয়া রহমান	৩১৪
	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	৩১৫
	হুমায়ূন আহমেদ	৩১৭
	আল মাহমুদ	৩১৯
	রফিক আজাদ	৩২২
	আহমদ ছফা	৩২৪
	হেলাল হাফিজ	৩২৫
অধ্যায়-১১: বাংলাদেশের ইতিহাস নির্ভর সাহিত্যকর্ম		
১১.১	ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্যকর্ম	৩২৭
১১.২	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যকর্ম	৩২৯
১১.৩	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	৩৩৪
অধ্যায়-১২: লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা		
১২.১	বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি ও বাউল সম্প্রদায়	৩৩৬
১২.২	সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা	৩৪০
i	মডেল টেস্ট (১-২)	৩৪৫

অধ্যায় ০২ বাংলা বানান ও বানানের নিয়ম

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১. বাংলা বানানে শ, ষ, স ব্যবহারের রীতি উল্লেখ করুন। [৪৭তম বিসিএস (সাধারণ)]

০২. শব্দগুলো প্রমিত বানানে লিখুন এবং ভুলের কারণ নির্দেশ করুন: [৪৭তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
অত্যান্ত, মনযোগ, পদাবলী, অংক, রূপা, বন্টন।

০৩. বানান শুদ্ধ করে লিখুন এবং বানান ভুলের কারণ নির্দেশ করুন: [৪৬তম বিসিএস (সাধারণ)]
গীতাঞ্জলী, প্রতিযোগীতা, সূচীপত্র, শৃংখলা, পোষ্টমাষ্টার, ঐক্যতান।

০৪. বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মে বিদেশি শব্দের বানানের ছয়টি সূত্র উদাহরণসহ লিখুন। [৪৬তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]

০৫. 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুযায়ী নিচের শব্দগুলোর বানান সংশোধন করুন এবং কেন অশুদ্ধ তা লিখুন: ঠান্ডা, মূর্চ্ছা, জিনিষ, অলঙ্কার, সোনালী, স্বরণী। [৪৫তম বিসিএস (সাধারণ)]

০৬. নিচের শব্দগুলোর বানান 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুযায়ী কেন ভুল তা লিখুন: [৪৫তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
সূচীপত্র, কার্য্যালয়, কৃতীত্ব, ক্ষিদে, ফরিয়াদী, শুভঙ্কর।

০৭. নিচের বানানগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন- [৪৪তম বিসিএস]
কথপোকথোন; জ্বাজ্জল্যমাণ; রেজিষ্ট্রেশন; গর্ধব; ব্যাক্তিত্ব; নিশিথিনি।

০৮. বাংলা বানানে শ, ষ, স ব্যবহারের নিয়ম লিখুন। [৪৩তম বিসিএস]

০৯. বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের সূত্রসমূহ দৃষ্টান্তসহ লিখুন। [৪১তম বিসিএস]

১০. বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ছয়টি বানানসূত্র লিখুন। [৪০তম বিসিএস]

১১. বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]

১২. নিচের বানানগুলো শুদ্ধ করে লিখুন: [৩৮তম বিসিএস]
গিতাঞ্জলি, উপকারীতা, আষার, দারিদ্রতা, শান্তনা।

১৩. বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' অনুসারে তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]

১৪. বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানরীতি' অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]

২.১ বাংলা বানান ও বানানের নিয়ম

বাংলা বানানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা বানানের কোনো নিয়ম ছিল না। উনিশ শতকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাংলা বানানের নিয়ম বেঁধে দেয়ার প্রথম দায়িত্ব পালন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৫ সালে গঠিত বাংলা বানান সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এবং ১৯৭৬ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে পাঠ্যপুস্তকের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বানানরীতি প্রণয়ন ও তা অনুসরণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারিতে এ বানানের পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্যতম সদস্য জামিল চৌধুরী বাংলা বানান অভিধান প্রণয়ন করেন। বাংলা একাডেমি কর্তৃক ১৯৯৪ সালের জুন মাসে এ অভিধান প্রথম প্রকাশিত হয়।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকা আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। ২০০০ সালে এই নিয়মের কিছু সূত্র সংশোধিত হয় এবং তা 'বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'-এর পরিমার্জিত সংস্করণের পরিশিষ্ট হিসেবে মুদ্রিত হয়। সর্বশেষ ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে এর পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৎসম শব্দ, অতৎসম শব্দ ও বিবিধ এই তিনটি অংশে বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম বর্ণিত হয়েছে।

তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

১. এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

২. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ই-কার (ি), উ-কার (ু) হবে। **যেমন:** কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা ইত্যাদি।

৩. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। **যেমন:** অর্জ্জন, ঊর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।

৪. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তঃস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। **যেমন:** অহম্ + কার = অহংকার। এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। **যেমন:** অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

৫. সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়। **যেমন:** গুণী→ গুণিজন, প্রাণী→ প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিপরিষদ। তবে এগুলোর সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। **যেমন:** গুণী→ গুণীজন, প্রাণী→ প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী → মন্ত্রীপরিষদ।

ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও -তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। **যেমন:** কৃতী→ কৃতিত্ব, দায়ী→ দায়িত্ব, প্রতিযোগী→ প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিত্ব, সহযোগী→ সহযোগিতা।

৬. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। **যেমন:** ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন: দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস ।

অতৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

(১) ই, ঈ, উ, ঊ

সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন (ি ু) ব্যবহৃত হবে। **যেমন:** আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির, কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, তরকারি, দাড়ি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, নিচু, পশমি, পাখি, পাগলামি, পাগলি, পিসি, ফরাসি, ফরিয়াদি, ফারসি, ফিরিঙ্গি, বর্ণালি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, মাস্টারি, রানি, রুপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিন্ধি, সোনালি, হাতি, হিজরি, হিন্দি, হেঁয়ালি, চুন, পুজো, পুব, মুলা ইত্যাদি।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন: ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

কি/কী: সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। **যেমন:** এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি? কী দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।

যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। **যেমন:** তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

(২) এ, অ্যা

বাংলায় এ বর্ণ বা ে - কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। **যেমন:** কেন, কেনো (ক্রয় করো); খেলা, খেলি, গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন।

তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে গঠিত দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলোর ্যা-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। **যেমন:** ব্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। **যেমন:** অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড (and), অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

(৩) ও

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দের শেষের অংশে এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। **যেমন:** কালো, খাটো, ছোটো, ভালো;
এগারো, বারো, তেরো, পনেরো ষোলো, সতেরো, আঠারো;
করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো;
কুড়ানো, নিকানো বাঁকানো, বাধানো, ঘোরালো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো;
করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো; করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো, কোনো, মতো;
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন: কোরো, বোলো, বোসো।

(৪) ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। **যেমন:** গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।
তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন: বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।
ব্যতিক্রম: বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

(৫) ক্ষ, খ

অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

(৬) জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। **যেমন:** কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।
ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে 'য' লেখা যেতে পারে। **যেমন:** আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্যিন, যোহর, রমযান, হযরত।

(৭) মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। **যেমন:** অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়। **যেমন:** কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।
কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে কেবল ন হবে। **যেমন:** গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

(৮) শ, ষ, স

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। **যেমন:** কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন; আপস, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব;
স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর।
ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম; এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস)।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি ধ্বনির জন্য S ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন: পাসপোর্ট, বাস; ক্যাশ; টেলিভিশন; মিশন, সেশন; রেশন, স্টেশন।

যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। **যেমন:** তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

(৯) বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। **যেমন:** স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।

তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষ করা যায়। **যেমন:** মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

(১০) হস-চিহ্ন

হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। **যেমন:** কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক।

তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। **যেমন:** উহ্, বাহ্, যাহ্।

(১১) ঊর্ধ্ব-কমা

ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। **যেমন:** বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

বিবিধ নিয়ম

১. সমাসবদ্ধ শব্দগুলো যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। **যেমন:** অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, মঙ্গলবার, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ।

বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায় বিশেষ করে দ্বন্দ্ব সমাসে। **যেমন:** কিছু-না-কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

২. বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। **যেমন:** ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

৩. না বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। **যেমন:** করি না, কিন্তু করিনি। এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন: নাবালক, নারাজ, নাহক।
অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। **যেমন:** না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

৪. অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। **যেমন:** আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

৫. নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। **যেমন:** আজই, এখনই।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।]

বাংলা বানান শেখার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

০১. **দু/দূ-এর ব্যবহার:** দূরত্ব বোঝায় না এরূপ শব্দে উ-কার যোগে 'দুর' ('দুর' উপসর্গ) বা 'দু + রেফ' হবে। **যেমন:** দুরবস্থা, দুরন্ত, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরারোগ্য, দুরূহ, দুর্গা, দুর্গতি, দুর্গ, দুর্দান্ত, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্নাম, দুর্ভোগ, দুর্দিন, দুর্বল, দুর্জয় ইত্যাদি। দূরত্ব বোঝায় এমন শব্দে ঊ-কার যোগে 'দূর' হবে। **যেমন:** দূর, দূরবর্তী, দূর-দূরান্ত, দূরীকরণ, অদূর, দূরত্ব, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি।

০২. **জীবী-এর ব্যবহার:** পদের শেষে '-জীবী' ঈ-কার হবে। **যেমন:** চাকরিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, আইনজীবী ইত্যাদি।

০৩. **আবলি, আলি -এর ব্যবহার:** পদের শেষে 'বলি' (আবলি) ই-কার হবে। **যেমন:** কার্যাবলি, শর্তাবলি, ব্যাখ্যাবলি, নিয়মাবলি, তথ্যাবলি ইত্যাদি। বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। **যেমন:** সোনালি, রুপালি, বর্ণালি, হেঁয়ালি, খেয়ালি, মিতালি ইত্যাদি।

০৪. **স্ত/স্থ-এর ব্যবহার:** যেসব শব্দের শেষে 'স্ত' আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে শব্দ থেকে 'স্ত' বাদ দেওয়ার পর শব্দটি অর্থবোধক থাকে না। **যেমন:** অস্ত, আশ্বস্ত, গ্রস্ত (বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত), নিরস্ত, পরাস্ত, প্রশস্ত, বিন্যস্ত, বিশ্বস্ত ইত্যাদি।
যেসব শব্দের শেষে 'স্থ' আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'স্থ' বাদ দেওয়ার পরও শব্দটি অর্থবোধক থাকে। **যেমন:** কণ্ঠস্থ (স্থ বাদ দিলে কণ্ঠ অর্থবোধক), গৃহস্থ, মুখস্থ, নিকটস্থ, গর্ভস্থ, ধারস্থ, ধাতস্থ ইত্যাদি।

০৫. **অঞ্জলি:** অঞ্জলি দ্বারা গঠিত সকল শব্দে ই-কার হবে। **যেমন:** অঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি ইত্যাদি।

০৬. আরবি বর্ণ **ش (শিন)**-এর বাংলা বর্ণ রূপ হবে **'শ'** এবং **ث (সা), س (সিন)** ও **ص (সোয়াদ)**-এর বাংলা বর্ণ রূপ হবে **'স'**। ث (সা), س (সিন) ও ص (সোয়াদ)-এর উচ্চারিত রূপ মূল শব্দের মতো হবে এবং বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'স' ব্যবহার হবে। **যেমন:** সালাম, শাহাদত, শামস্, ইনসান ইত্যাদি। আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দসমূহে ছ, ণ ও ষ ব্যবহার হবে না।

০৭. সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে **ম্** থাকলে **ক** বর্গের পূর্বে **ম** এর স্থানে **ং** লেখা হবে। **যেমন:** অহংকার (অহম্ + কার), ভয়ংকর (ভয়ম্ + কর), সংগীত (সম্ + গীত)। অন্যান্য ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ এবং ক্ষ-র পূর্বে নাসিক্য বর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ঙ লেখা হবে। **যেমন:** অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা।

০৮. **উঁয়ো (ঙ)** ব্যবহার যোগে কিছু শব্দ (সন্ধিবদ্ধ নয়)। **যেমন:** অঙ্ক, অঙ্কন, অঙ্কিত, অঙ্কুর, অঙ্গ, অঙ্গন, আকাঙ্ক্ষা, আঙ্গুল/আঙুল, আশঙ্কা, ইঙ্গিত, উলঙ্গ, কঙ্কর, কঙ্কাল, গঙ্গা, চোঙ্গা/চোঙা, টাঙ্গা, ঠোঙ্গা/ঠোঙা, দাঙ্গা, পঙক্তি, পঙ্কজ, পতঙ্গ, প্রাঙ্গণ, প্রসঙ্গ, বঙ্গ, বাঙালি/বাঙ্গালি, ভঙ্গ, ভঙ্গুর, ভাঙ্গা/ভাঙা, মঙ্গল, রঙ্গিন/রঙিন, লঙ্কা, লঙ্গরখানা, লঙ্ঘন, লিঙ্গ, শঙ্কা, শঙ্খ, শশাঙ্ক, শৃঙ্খল, শৃঙ্গ, সঙ্গ, সঙ্গী, সঙ্ঘাত, সঙ্গে, হাঙ্গামা, হুঙ্কার। এক্ষেত্রে অনুস্বার (ং) ব্যবহার করা যাবে না।

০৯. **অনুস্বার (ং)** ব্যবহার যোগে কিছু শব্দ (সন্ধিবদ্ধ)। **যেমন:** কিংবদন্তি, সংজ্ঞা, সংক্রমণ, সংক্রান্ত, সংক্ষিপ্ত, সংখ্যা, সংগঠন, সংগ্রাম, সংগ্রহ, সংগৃহীত। এক্ষেত্রে উঁয়ো (ঙ) ব্যবহার করা যাবে না।

১০. **কোণ, কোন ও কোনো এর ব্যবহার: (ক) কোণ** ইংরেজিতে Angle/Corner (∠) অর্থে **যেমন:** সমকোণ। **(খ) কোন:** উচ্চারণ হবে কোন্। বিশেষত প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহার করা হয়। **যেমন:** তুমি কোন দিকে যাবে? (গ) **কোনো:** ও-কার যোগে উচ্চারণ হবে। **যেমন:** যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১১. **চন্দ্রবিন্দু (ঁ)** বাংলা ভাষায় চন্দ্রবিন্দু একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণ। চন্দ্রবিন্দু যুক্ত শব্দগুলোতে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করতে হবে; না করলে ভুল হবে। অনেক ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার না করলে শব্দে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। এ ছাড়া চন্দ্রবিন্দু সম্মানসূচক বর্ণ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। **যেমন:** তাহাকে>তাঁহাকে, তাকে>তাঁকে ইত্যাদি।

১২. **ও-কার:** অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়া পদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ও-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব সৃষ্টি হতে পারে, এমন শব্দে ও-কার ব্যবহার হবে। **যেমন:** মতো, হতো, হলো, কেনো (ক্রয় করো), ভালো, কালো, আলো ইত্যাদি। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ও-কার ব্যবহার করা যাবে না। **যেমন:** ছিল, করল, যেন, কেন (কী জন্য), আছ, হইল, রইল, গেল, শত, যত, তত, কত, এত ইত্যাদি।

১৩. **হীরা ও নীল** অর্থে সকল বানানে **ঈ-কার** হবে। **যেমন:** হীরা, হীরক, নীল, সুনীল, নীলক, নীলিমা ইত্যাদি।

১৪. কোনো শব্দের শেষে যদি **ঈ-কার** থাকে, সেই শব্দের সঙ্গে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, ত্ব, তা, নী, ণী, পরিষদ, তত্ত্ব ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যদি নতুন শব্দ গঠন করে, তবে পূর্ববর্তী শব্দের ঈ-কার নবগঠিত শব্দে সাধারণত **ই-কারে** পরিণত হয়। **যেমন:** দায়িত্ব (দায়ী), প্রতিদ্বন্দ্বিতা (প্রতিদ্বন্দ্বী), প্রার্থিতা (প্রার্থী), দুঃখিনী (দুঃখী), অধিকারিণী (অধিকারী), সহযোগিতা (সহযোগী), মন্ত্রিসভা/মন্ত্রিপরিষদ (মন্ত্রী), প্রাণিবিদ্যা/প্রাণিতত্ত্ব/প্রাণিজগৎ/প্রাণিসম্পদ (প্রাণী) ইত্যাদি।

১৫. ঈ, ঈয়, অনীয় প্রত্যয় যোগে **ঈ-কার** হবে। **যেমন:** জাতীয় (জাতি), দেশীয় (দেশি), পানীয় (পানি), জলীয়, স্থানীয়, স্মরণীয়, বরণীয়, গোপনীয়, ভারতীয়, মাননীয়, বায়বীয়, প্রয়োজনীয়, পালনীয়, তুলনীয়, শোচনীয়, রাজকীয়, লক্ষণীয়, করণীয়।

১৬. ভাষা ও জাতিতে **ই-কার** হবে। **যেমন:** বাঙালি/বাঙ্গালি, জাপানি, ইংরেজি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি।

১৭. ব্যক্তির '-কারী'-তে (আরী) **ঈ-কার** হবে। **যেমন:** সহকারী, আবেদনকারী, ছিনতাইকারী, পথচারী, কর্মচারী ইত্যাদি। ব্যক্তির '-কারী' নয়, এমন শব্দে ই-কার হবে। যেমন– সরকারি, দরকারি ইত্যাদি।

১৮. **'বেশি' এবং 'বেশী' ব্যবহার:** 'বহু', 'অনেক' অর্থে ব্যবহার হবে 'বেশি'। কিন্তু বেশ ধারণ করা অর্থে **'বেশী'** হবে। **যেমন:** ছদ্মবেশী; প্রতিবেশী অর্থে **'বেশী'** ব্যবহার হবে।

১৯. 'ৎ'-এর সাথে স্বরচিহ্ন যোগ হলে 'ত' হবে। **যেমন:** জগৎ>জগতে/জাগতিক, বিদ্যুৎ>বিদ্যুতে/বৈদ্যুতিক, ভবিষ্যৎ>ভবিষ্যতে, আত্মসাৎ>আত্মসাতে, সাক্ষাৎ>সাক্ষাতে ইত্যাদি।

২০. **'ইক'** প্রত্যয় যুক্ত হলে, যদি শব্দের প্রথমে **অ-কার** থাকে তা পরিবর্তন হয়ে **আ-কার** হবে। **যেমন:** অঙ্গ>আঙ্গিক, বর্ষ>বার্ষিক, পরস্পর>পারস্পরিক, সংস্কৃত>সাংস্কৃতিক, অর্থ>আর্থিক, পরলোক>পারলৌকিক, প্রকৃত>প্রাকৃতিক, প্রসঙ্গ>প্রাসঙ্গিক, সংসার>সাংসারিক, সপ্তাহ>সাপ্তাহিক, সময়>সাময়িক, সংবাদ>সাংবাদিক, প্রদেশ>প্রাদেশিক, সম্প্রদায়>সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি।

২১. সাধু থেকে চলিত রূপের শব্দসমূহ যথাক্রমে দেখানো হলো: আঙ্গিনা>আঙিনা, আঙ্গুল>আঙুল, ভাঙ্গা>ভাঙা, রাঙ্গা>রাঙা, রঙ্গিন>রঙিন, বাঙ্গালি>বাঙালি, লাঙ্গল>লাঙল, হউক>হোক, যাউক>যাক, থাউক>থাক, শুন>শোন, শুকনা>শুকনো, দিয়া>দিয়ে, গিয়া>গিয়ে, হইল>হলো, হইত>হতো, খাইয়া>খেয়ে, থাকিয়া>থেকে, উল্টা>উল্টো, বুঝা>বোঝা, পূজা>পুজো, বুড়া>বুড়ো, সুতা>সুতো, তুলা>তুলো, নাই>নেই, নহে>নয়, নিয়া>নিয়ে, ইচ্ছা>ইচ্ছে ইত্যাদি।

২২. হয়তো, নয়তো বাদে সকল 'তো' আলাদা হবে। **যেমন:** আমি তো যাইনি, সে তো আসেনি ইত্যাদি। [দ্রষ্টব্য: মূল শব্দের শেষে আলাদা তো ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।]

২৩. ঙ, ঞ, ণ, ন, ং বর্ণের পূর্বে **(ঁ)** হবে না। **যেমন:** খান (খাঁ), চান/চন্দ (চাঁদ), পঞ্চ, পঞ্চাশ (পাঁচ) ইত্যাদি।

২৪. 'উৎ' উপসর্গের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ব-এর উচ্চারণ বহাল থাকে। **যেমন:** উদ্বাস্তু (উদ্‌বাস্‌তু), উদ্বেল (উদ্‌বেল্‌)

২৫. -ইনী, -ঈ, -ঈয়সী, -নী, -বতী, -মতী, -ময়ী অন্ত্য প্রত্যয়যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা **ঈ-কার (ী)** হবে। **যেমন:** মনোহারিণী, গরীয়সী, যুবতী, তরুণী, কৃপাময়ী, গুণবতী, সর্বময়ী, মানবী, জননী, স্ত্রী, বুদ্ধিমতী, নারী ইত্যাদি।

২৬. অদ্ভুত এর ভুত ব্যতীত আর সব ভূত-এ **'ঊ-কার' (ূ)** হবে। **যেমন:** অভিভূত, ভূতুড়ে, একীভূত, আবির্ভূত, দ্রবীভূত, অভূতপূর্ব, অঙ্গীভূত, উদ্ভূত, কিম্ভূত, প্রভূত, পরাভূত, সম্ভূত, বশীভূত ইত্যাদি।

২৭. সত্ত্ব, স্বত্ব ও সত্ত্বেও যুক্ত বানান: সত্ত্ব-বিদ্যমান অর্থে। **যেমন:** অন্তঃসত্ত্বা, সাত্ত্বিক (গুণ সম্পন্ন), আমসত্ত্ব। স্বত্ব- মালিকানা অর্থে। **যেমন:** স্বত্বাধিকার। সত্ত্বেও- কোনো কিছু হলেও বা ঘটলেও অর্থে।

২.২ ণত্ব বিধান ও বাংলা বানান

ণত্ব বিধান

যে বিধান বা নিয়মের সাহায্যে মূর্ধন্য ণ-এর সঠিক ব্যবহার জানা যায়, তাকে ণত্ব বিধান বলে। বাংলা ভাষায় সাধারণত 'ণ' ধ্বনির ব্যবহার নেই। তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণত্ব বিধান।

ণত্ব বিধির নিয়মসমূহ

০১. ঋ, ঋ-কার (ৃ), র, রেফ (র্), র-ফলা (্র), ষ এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। **যেমন:** ঋণ, কারণ, ভাষণ, তৃণ, বর্ণ, বর্ণনা, ভূষণ ইত্যাদি।

০২. 'ট' বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সবসময় 'ণ' হয়। **যেমন:** ঘণ্টা, লুণ্ঠন, কাণ্ড ইত্যাদি।

০৩. একই শব্দের মধ্যে ঋ, র, ষ এর যেকোনো একটি বর্ণের পর যদি স্বরবর্ণ (অ-ঔ পর্যন্ত), ক-বর্গ, প-বর্গ, য, য়, ব, হ, ং বর্ণ থাকে তাহলে তার পরবর্তী 'দন্ত্য- ন' স্থলে 'মূর্ধন্য- ণ' হয়। **যেমন:** হরিণ (হ+র+ই+ণ), কৃপণ, শ্রবণ, দর্পণ, গ্রহণ ইত্যাদি। তবে ঋ, র, ষ এর পর উপর্যুক্ত স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ, ং ভিন্ন অন্য বর্ণ থাকলে 'দন্ত্য- ন' হয়। **যেমন:** নর্তন, দর্শন, প্রার্থনা ইত্যাদি। তাছাড়া দুটি পদ মিলে সমাস গঠিত হলে 'দন্ত্য- ন' স্থলে 'মূর্ধন্য- ণ' হয় না। **যেমন:** সর্বনাম, ত্রিনয়ন ইত্যাদি।

০৪. প্র, পরা, পূর্ব ও অপর এর পরবর্তী 'অহ্ন' শব্দের 'দন্ত্য- ন' স্থলে 'মূর্ধন্য- ণ' হয়। **যেমন:** প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ইত্যাদি।

০৫. ট-বর্গীয় বর্ণের পূর্বে (অর্থাৎ ট, ঠ, ড, ঢ এর পূর্বে) মূর্ধন্য ণ হয়। **যেমন:** কণ্টক, ঘণ্টা, লুণ্ঠন, খণ্ড, কাণ্ড, কণ্ঠ ইত্যাদি।

০৬. প্র, পরা, পরি, নির-এ চারটি উপসর্গ এবং অন্তর শব্দের পর নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নি, নুদ্, হন্- এ ধাতুগুলো থাকলে 'ন' স্থলে 'ণ' হয়। **যেমন:** প্রণাম, পরিণাম, প্রণাশ, পরিণতি, নির্ণয়, প্রণিপাত, প্রণিধান ইত্যাদি।

০৭. ঋ, র, ষ, ব, প-বর্গীয় বর্ণের সাথে অয়ন/আয়ন প্রত্যয় যুক্ত হলে অয়ন/আয়ন এর শেষে 'ন' স্থলে 'ণ' হয়। **যেমন:** উত্তর + আয়ন = উত্তরায়ণ; রাম + আয়ন = রামায়ণ, চন্দ্র + আয়ন = চন্দ্রায়ণ, নারায়ণ, শিবায়ণ, রূপায়ণ ইত্যাদি।

০৮. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়। **যেমন:** চাণক্য, মাণিক্য, গণ, বাণিজ্য, লবণ, মণ, বেণু, বীণা, কঙ্কণ, কণিকা, কল্যাণ, শোণিত, মণি, স্থাণু, গুণ, পুণ্য, বেণী, ফণী, অণু, বিপণি, গণিকা, আপণ, লাবণ্য, বাণী, নিপুণ, ভণিতা, পাণি, গৌণ, কোণ, ভাণ, পণ, শাণ, তূণ, কফণি, বণিক, গুণ, গণনা, পণ্য, বাণ।

ণত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়

- বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না।
- ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনো ণ হয় না, ন হয়। **যেমন:** অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, ক্লান্ত, পন্থা প্রভৃতি।
- সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে ন হয়। **যেমন:** সর্বনাম, ত্রিনয়ন, দুর্নীতি, দুর্নিবার, দুর্নাম, পরনিন্দা, অগ্রনায়ক ইত্যাদি।

২.৩ ষত্ব বিধান ও বাংলা বানান

ষত্ব বিধান

যে বিধান বা নিয়মের সাহায্যে মূর্ধন্য ষ-এর সঠিক ব্যবহার জানা যায়, তাকে ষত্ব বিধান বলে। বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য ষ-ধ্বনির ব্যবহার নেই। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহারের নিয়মকে ষত্ব বিধান বলে।

ষত্ব বিধির নিয়মসমূহ

০১. ঋ, ঋ-কার (ৃ), র, রেফ (র্), র-ফলা (্র) এর পরে মূর্ধন্য 'ষ' হয়। **যেমন:** ঋষি, কৃষক, দৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি।

০২. 'ট' বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সবসময় 'ষ' হয়। **যেমন:** সৃষ্টি, কষ্ট, ওষ্ঠ ইত্যাদি।

০৩. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। **যেমন:** সুষুপ্ত, অনুষঙ্গ, প্রতিষেধক, বিষম, অতিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষেধ, অভিষেক, বিষণ্ন ইত্যাদি।

০৪. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়। **যেমন:** ভবিষ্যৎ (ভ্ + অ + ব্ + ই +) (এখানে ব-এর পরে ই-এর ব্যবধান) মুমূর্ষু, চক্ষুষ্মান, চিকীর্ষা ইত্যাদি।

০৫. ট ও ঠ-এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য-স না হয়ে 'ষ' হয়। **যেমন:** কষ্ট, কাষ্ঠ, নষ্ট, নিষ্ঠা ইত্যাদি।

০৬. তৎসম শব্দে 'র' (র্)-এর পর 'ষ' হয়। **যেমন:** বর্ষা, বর্ষণ, ঘর্ষণ ইত্যাদি।

০৭. নিঃ, দুঃ, আবিঃ, চতুঃ, বহি: এ বিসর্গ উপসর্গগুলোর পর ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গস্থানে মূর্ধন্য ষ হয়। **যেমন:** নিঃ + কাম = নিষ্কাম, দুঃ + কর = দুষ্কর, আবিষ্কার, বহিষ্কার, নিষ্ফল, নিষ্পাপ ইত্যাদি।

০৮. ষট্, ষড়, ষণ্ড, ষাঁড়, ষোড়শ যুক্ত শব্দে 'ষ' ব্যবহৃত হয়। **যেমন:** ষট্, ষটচক্র, ষোড়শী ইত্যাদি।

০৯. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। **যেমন:** ষড়ঋতু, রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, ঊষা, পৌষ, কলুষ, পাষাণ, মানুষ, ঔষধ, ষড়যন্ত্র, ভূষণ, দ্বেষ ইত্যাদি।

ষত্ব বিধি প্রযোজ্য নয়

- আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে 'ষ' হয় না।
- দেশি ও তদ্ভব শব্দের বানানেও 'ষ' লেখার প্রয়োজন হয় না। **যেমন:** জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট, স্টেশন ইত্যাদি।
- সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদেও 'ষ' হয় না। **যেমন:** অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

বাংলা বানানে 'ই' কার ব্যবহার

০১. আধুনিক বাংলা বানানের নিয়মানুযায়ী জাতি ও ভাষার নামের শেষে 'ই' কার ব্যবহার করা হয়। **যেমন:** বাঙালি, জাপানি, ইংরেজি প্রভৃতি।
০২. বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দে ই-কার ব্যবহৃত হয়। **যেমন:** করি, লিখি, ধরি, শিখি প্রভৃতি।
০৩. বস্তুবাচক, ভাববাচক, কর্মবাচক এবং প্রাণিবাচক অ-তৎসম শব্দের শেষে 'ই' কার ব্যবহৃত হয়। **যেমন:** ডাকাতি, ডাক্তারি, আলমারি, চালাকি প্রভৃতি।
০৪. স্ত্রীবাচক অ-তৎসম শব্দে- 'ই' কার ব্যবহৃত হয়।
০৫. তৎসম শব্দ তদ্ভব শব্দে রূপান্তরিত হলে শব্দের অন্তর্গত 'ঈ' কার পরিবর্তিত হয়ে 'ই' কার হয়। **যেমন:** বাড়ী > বাড়ি, শাড়ী > শাড়ি।

কিছু জটিল শব্দের বানান

অ	অকস্মাৎ, অগ্ন্যাশয়, অগ্ন্যুৎপাত, অচিন্ত্য, অত্যধিক, অধ্যাত্ম, অনিন্দ্য, অনূর্ধ্ব, অন্তঃসত্ত্বা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অপাঙ্‌ক্তেয়, অমর্ত্য, অলঙ্ঘ্য, অশ্বত্থ।
আ	আকাঙ্ক্ষা, আর্দ্র, আবিষ্কার, অপরাহ্ণ, আহ্নিক, আনুষঙ্গিক।
উ	উচ্চৈঃস্বরে, উজ্জ্বল, উত্ত্যক্ত, উদ্ভিজ্জ, উপর্যুক্ত, উপলব্ধি, ঊর্ধ্ব।
এ	এতদ্দ্বারা, একাত্ম।
ঐ	ঐন্দ্রজালিক, ঐশশক্তি।
ও	ওষ্ঠাধর, ওজস্বিতা, ওতপ্রোতভাবে।
ঔ	ঔজ্জ্বল্য, ঔদ্ধত্য।
ক	কর্তা, কর্তৃক, কি/কী, কাঙ্ক্ষিত, কৃচ্ছ্র, কৃত্তিবাস, ক্বচিৎ, ক্রূর, কঙ্কণ, কনীনিকা।
ক্ষ	ক্ষুব্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, ক্ষিতিশ, ক্ষেপণাস্ত্র, ক্ষুধানিবৃত্তি, ক্ষুন্নিবারণ।
গ	গার্হস্থ্য, গ্রীষ্ম, গৃহিণী, গণনা, গন্ধেশ্বরী।
ঘ	ঘূর্ণায়মান, ঘটনাবলি, ঘণ্টা, ঘনিষ্ঠতা, ঘৃতাহুতি, ঘ্রাণেন্দ্রিয়।
জ	জলোচ্ছ্বাস, জাজ্বল্যমান, জীবাশ্ম, জ্বর, জ্বলজ্বল, জ্বলা, জ্বালা, জ্বালানি, জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, জ্যোৎস্না, জ্যোতি, জ্যোতিষী, জ্যোতিষ্ক।
ট	টইটম্বুর, টানাপোড়েন, টানাহ্যাঁচড়া।
ঠ	ঠাকুরপূজা, ঠাকঠমক, ঠ্যালাগাড়ি।
ত	তৎক্ষণাৎ, তত্ত্ব, তত্ত্বাবধান, তদ্ব্যতীত, তাত্ত্বিক, তীক্ষ্ণ, তুষ্ণীম্ভাব, ত্বক, ত্বরণ, ত্বরান্বিত, ত্বরিত, ত্যক্ত।
দ	দয়ার্দ্র, দারিদ্র্য, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্নিরীক্ষ্য, দৌরাত্ম্য, দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়, দ্বিধা, দ্বেষ, দ্বৈত, দ্ব্যর্থ, দ্যূতক্রীড়া।
ধ	ধস, ধ্বংস, ধ্বজা, ধ্বনি, ধ্বন্যাত্মক।
ন	নঞর্থক, নিক্বণ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্দ্বিধ, নৈর্ঋত, ন্যস্ত, ন্যুব্জ, ন্যূনতম, নিশীথিনী।
প	পক্ব, পঙ্‌ক্তি, পক্ষ্ম, পরাঙ্মুখ, পরিস্রাবণ, পার্শ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রত্যুষ, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতর্ভোজন, প্রোজ্জ্বল, পৌরোহিত্য, পৈতৃক, পিপীলিকা।
ব	বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধ্যা, বয়োজ্যেষ্ঠ, বহিরিন্দ্রিয়, বাল্মীকি, বিদ্বজ্জন, বিভীষিকা, বিভূতিভূষণ, বৈচিত্র্য, বৈদগ্ধ্য, বৈশিষ্ট্য, ব্যক্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যগ্র, ব্যঙ্গ, ব্যঞ্জনা, ব্যতিক্রম, ব্যতিরেকে, ব্যতিব্যস্ত, ব্যতীত, ব্যত্যয়, ব্যথা, ব্যথিত, ব্যপদেশ, ব্যবচ্ছেদ, ব্যবধান, ব্যবসা, ব্যবস্থা, ব্যবহার, ব্যয়, ব্যর্থ, ব্যস্ত, ব্যুৎপত্তি, ব্যূহ, ব্রাহ্মণ।
ভ	ভৌগোলিক, ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রান্ত, ভ্রাম্যমাণ।
ম	মধুসূদন, মনস্তত্ত্ব, মন্বন্তর, মর্ত্য, মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, মুহুর্মুহু, মুমূর্ষু, মুহূর্ত, মহৌষধ, মৃণালিনী, মৃত্তিকা, ম্রিয়মাণ।
য	যথোপযুক্ত, যদ্যপি, যশঃপ্রার্থী, যক্ষ্মা, যশস্বী, যথার্থ, যূপকাষ্ঠ, যোগরূঢ়, যৌবনোত্তীর্ণ।
র	রশ্মি, রৌদ্র, রুক্মিণী, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, রৌরব, রৌপ্য।
ল	লক্ষণ/লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, লক্ষ/লক্ষ্য, লঘূকরণ, লুপ্তোদ্ধার।
শ	শস্য, শাশ্বত, শিরশ্ছেদ, শিষ্য, শ্বশুর, শ্বশ্রূ (শাশুড়ি), শ্বাপদ, শ্মশান, শ্মশ্রু (দাড়ি), শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রীমতী, শ্যেন, শ্লেষ্মা, শিরঃপীড়া, শুশ্রূষা।
ষ	ষড়ানন, ষাণ্মাসিক, ষোড়শজনপদ, ষোলোকলা।
স	সংবর্ধনা, সত্তা, সত্ত্ব, সত্ত্বেও, সন্ধ্যা, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী, সম্মেলন, সরস্বতী, সাত্ত্বিক, সান্ত্বনা, সিঁদুর/সিন্দূর, সূক্ষ্ম, সৌহার্দ, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাতন্ত্র্য, স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য, স্মরণ।
হ	হীনম্মন্যতা, হ্রস্ব, হ্রাস, হৃৎপিণ্ড, হোঁচট, হ্রেষা, হ্রদ।

আরো কিছু শব্দের শুদ্ধ বানান

অ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অপ্সরী	অপ্সরা
অশ্রুজল	অশ্রু
অহোরাত্রি	অহোরাত্র
অধিন	অধীন
অদ্ভূত	অদ্ভুত
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
অতলস্পর্শী	অতলস্পর্শ
অত্যাধিক	অত্যধিক
অন্তকরণ	অন্তঃকরণ
অভ্যস্থ	অভ্যস্ত
অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী
অনাথিনী	অনাথা
অধীনস্থ	অধীন
অনুদিত	অনূদিত
অগ্নিমান্দ	অগ্নিমান্দ্য
অঙ্গাঙ্গি	অঙ্গাঙ্গী
অঙ্গিকার	অঙ্গীকার
অকূণ্ঠ	অকুণ্ঠ
অনিষ্ঠ	অনিষ্ট
অনাস্তা	অনাস্থা
অপকর্ষতা	অপকর্ষ
অসহ্যনীয়	অসহ্য/অসহনীয়
অকালপক্ক	অকালপক্ব
অকালকুস্মাণ্ড	অকালকুষ্মাণ্ড
অদ্যবধি	অদ্যাবধি
অজ্ঞানী	অজ্ঞান
অন্তেষ্টি	অন্ত্যেষ্টি
অনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
অত্যান্ত	অত্যন্ত
অত্যাধিক	অত্যধিক
অস্পষ্ঠ	অস্পষ্ট
অভিসেক	অভিষেক
অনির্বান	অনির্বাণ
অনুজ্জল	অনুজ্জ্বল
অনুসংগ	অনুষঙ্গ
অনিন্দ	অনিন্দ্য
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
অনর্হিশি	অহর্নিশ
অতিত	অতীত

আ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত
আশির্বাদ	আশীর্বাদ
আদ্র	আর্দ্র
আমাবস্যা	অমাবস্যা
আত্মৎসর্গ	আত্মোৎসর্গ
আপত্বি	আপত্তি
আটসাট	আঁটসাঁট
আংগিনা	আঙিনা
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
আরোহন	আরোহণ
আবশ্যকীয়	আবশ্যক
আশংকা	আশঙ্কা
আইনজীবি	আইনজীবী
আত্বসমর্পণ	আত্মসমর্পণ
আত্বস্ত	আত্মস্থ
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত/অধীন
আকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ
আশক্তি	আসক্তি
আবিস্কার	আবিষ্কার
আষ্পদ	আস্পদ
আয়ত্ব	আয়ত্ত
আশীষ	আশিস

ঈ ই

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইষৎ	ঈষৎ
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
ইহজগত	ইহজগৎ
ইয়ত্ত্বা	ইয়ত্তা
ঈর্ষাপরায়ন	ঈর্ষাপরায়ণ

উ ঊ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উপর্যুক্তি	উপর্যুপরি
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
উধ্বশ্বাস	ঊর্ধ্বশ্বাস
উদ্বেলিত	উদ্বেল
উজ্জল	উজ্জ্বল
উচ্ছংখল	উচ্ছৃঙ্খল
উদ্বাস্ত	উদ্বাস্তু
উচিৎ	উচিত
উচ্ছন্ন	উৎসন্ন
মুখস্ত	মুখস্থ
উন্মেচিত	উন্মোচিত
উর্ধ	ঊর্ধ্ব
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
উধৃত	উদ্ধৃত
উত্যক্ত	উত্ত্যক্ত
উদ্ভুত	উদ্ভূত
উর্ধ্ব	ঊর্ধ্ব
উত্তির্ণ	উত্তীর্ণ

এ ঐ ও ঔ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
একত্রিত	একত্র
এতদ্বতীত	এতদ্ব্যতীত
ঐক্যতান	ঐকতান
ঐক্যতা	ঐক্য/একতা
ঐশর্য	ঐশ্বর্য
ঐতিয্য	ঐতিহ্য
ঐক্যমত	ঐকমত্য
ওষ্ট	ওষ্ঠ্য
ঔজ্জল	ঔজ্জ্বল্য

ক খ ক্ষ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কামিনি	কামিনী
কিরিট	কিরীট
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি
কল্যাণীয়াষু	কল্যাণীয়াসু
কিরন্ময়ী	কিরণময়ী
কতৃত্ব	কর্তৃত্ব
কৃত্তিম	কৃত্রিম
কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র
কনিষ্ট	কনিষ্ঠ
কোস্টকাঠিন্য	কোষ্ঠকাঠিন্য
কিনাংক	কিণাঙ্ক

কৃষিজিবী	কৃষিজীবী
কণ্ঠস্ত	কণ্ঠস্থ
কাংখিত	কাঙ্ক্ষিত
কালীদাস	কালিদাস
কংকন	কঙ্কণ
কটুক্তি	কটূক্তি
কলংকিত	কলঙ্কিত
কলংক	কলঙ্ক
কৌতূক	কৌতুক
কৃপন	কৃপণ
কৌতুহল	কৌতূহল
খুজাখুজি	খোঁজাখুঁজি
ক্ষিতিশ্বর	ক্ষিতীশ্বর

গ ঘ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গ্রীস্ম	গ্রীষ্ম
গৃহীতা	গ্রহীতা
গননা	গণনা
গরিষ্ট	গরিষ্ঠ
গরিয়সি	গরীয়সী
গড়ুর	গরুড়
গর্বধারনী	গর্ভধারিণী
গৃহিণি	গৃহিণী
গুনীগণ	গুণিগণ
গ্রামীন	গ্রামীণ
গোষ্টি	গোষ্ঠী
গুনাগুন	গুণাগুণ
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা
গঞ্চনা	গঞ্জনা
গার্হস্থ	গার্হস্থ্য
গহণা	গহনা
গর্ধব	গর্দভ
ঘূর্নিঝড়	ঘূর্ণিঝড়
ঘূর্ণ্যমান	ঘূর্ণমান
ঘূর্নায়মান	ঘূর্ণায়মান
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ

চ ছ জ ঝ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
চ্যূত	চ্যুত
চক্ষুদয়	চক্ষুদ্বয়
চাকচক্য	চাকচিক্য
চক্ষুস্মান	চক্ষুষ্মান
চতুস্কোন	চতুষ্কোণ
চুষ্য	চূষ্য/চোষ্য
চলনশক্তি	চলৎশক্তি
চুর্নবিচুর্ণ	চূর্ণবিচূর্ণ
ছাত্রগণেরা	ছাত্রগণ
ছায়ামুর্তি	ছায়ামূর্তি
ছাগীশিশু	ছাগশিশু
জ্বাজ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান
জ্যৈষ্ট	জ্যৈষ্ঠ
জগৎবন্ধু	জগবন্ধু
জগত	জগৎ
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান
জোৎস্না	জ্যোৎস্না
যোগান	জোগান
জলোচ্ছাস	জলোচ্ছ্বাস
জোতিস্ক	জ্যোতিষ্ক
জগধাত্রী	জগদ্ধাত্রী
জাগরুক	জাগরূক
জেষ্ঠ্য	জ্যেষ্ঠ
ঝঙ্কার	ঝংকার

ত দ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তত্তীয়	তত্ত্বীয়
ততক্ষণাত	তৎক্ষণাৎ
তরুছায়া	তরুচ্ছায়া
তরান্বিত	ত্বরান্বিত
তিরকৃত	তিরস্কৃত
ত্যাক্ত	ত্যক্ত
তিরস্কার	তিরস্কার
ত্রিভূজ	ত্রিভুজ
দর্শণ	দর্শন
দ্বীতিয়	দ্বিতীয়
দুধর্ষ	দুর্ধর্ষ
দুরাদৃষ্ট	দূরদৃষ্টি
দুষিত	দূষিত
দধিচী	দধীচি
দৌহিত্য	দৌহিত্র
দুরাবস্থা	দুরবস্থা
দুর্বৃত্ত্ব	দুর্বৃত্ত
দীর্ঘজীবি	দীর্ঘজীবী
দিবারাত্রি	দিবারাত্র
দুস্কৃতি	দুষ্কৃতি
দৌরাত্ব	দৌরাত্ম্য
দ্রবিভূত	দ্রবীভূত
দুরত্ব	দূরত্ব
দাসত্ত	দাসত্ব
দুরুহ	দুরূহ
দুষনীয়	দূষণীয়
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
দর্পন	দর্পণ
দূর্গা	দুর্গা
দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
দুর্ণীতি	দুর্নীতি
দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব
দারিদ্র্যতা	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা
দিতীয়	দ্বিতীয়
দূর্ঘটনা	দুর্ঘটনা

ধ ন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ধারনা	ধারণা
ধ্বংশ	ধ্বংস
ধৈর্য্যধারন	ধৈর্যধারণ
ধর্ষন	ধর্ষণ
নৃসংস	নৃশংস
নিশিথ	নিশীথ
নীরিহ	নিরীহ
নিশিথীনি	নিশীথিনী
নীরোগী	নীরোগ
নির্ণিমেষ	নির্নিমেষ
নবায়ণ	নবায়ন
নিরুক্ত	নীরক্ত
নঃসরন	নিঃসরণ
নমষ্কার	নমস্কার
নিমন্ত্রন	নিমন্ত্রণ
ন্যায়পরায়ন	ন্যায়পরায়ণ
ন্যয্য	ন্যায্য
নিগুঢ়	নিগূঢ়
নিপুন	নিপুণ
নিরপরাধী	নিরপরাধ
নূন্যতম	ন্যূনতম
ননদিনী	ননদ
নিরহঙ্কারী	নিরহংকার
নিরসণ	নিরসন
নিস্ফল	নিষ্ফল
নুপুর	নূপুর

প

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পুরষ্কার	পুরস্কার
পাষান	পাষাণ
পূনঃপূন	পুনঃপুন
প্রত্যুতপন্নমতি	প্রত্যুৎপন্নমতি
পণিতমন্য	পণ্ডিতম্মন্য
প্রানপন	প্রাণপণ
পরিত্যাক্তা	পরিত্যক্তা
পরিনিতা	পরিণীতা
পশ্বাধম	পশ্বধম
প্রতিদ্বন্দি	প্রতিদ্বন্দ্বী
প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
পূজ্যাস্পদ	পূজ্য, পূজাস্পদ
পার্শ	পার্শ্ব
প্রকোষ্ট	প্রকোষ্ঠ
পূণ্য	পুণ্য
পুরষ্কৃত	পুরস্কৃত
প্রসংশা	প্রশংসা
পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ	পুঙ্খানুপুঙ্খ
পুষ্কর্ণী	পুষ্করিণী
প্রজ্জ্বলিত	প্রজ্বলিত
পিচাশ	পিশাচ
পরিষ্ফুট	পরিস্ফুট
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
পূন্যকীর্তি	পুণ্যকীর্তি
প্রাণীহত্যা	প্রাণিহত্যা
পালাপার্বন	পালাপার্বণ
প্রত্যার্পন	প্রত্যর্পণ
পশ্চাদপদ	পশ্চাৎপদ
পরিপক্ক	পরিপক্ব
পক্ষীজাতি	পক্ষিজাতি
প্রাজ্জল	প্রাজ্জ্বল
পৃথীবি, প্রীথিবী	পৃথিবী
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
পিপিলিকা	পিপীলিকা
পৌরহিতা	পৌরোহিত্য
পৈত্রিক	পৈতৃক
প্রাতস্নান	প্রাতঃস্নান
প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ
পরিমান	পরিমাণ
পৃথকান্ন	পৃথগন্ন
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ

ফ ব

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট
ফণীভূষণ	ফণিভূষণ
বিভৎস	বীভৎস
বিদ্যান	বিদ্বান
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
বাল্মিকী	বাল্মীকি
বিনাপানি	বীণাপাণি
বহ্নি	বহ্নি
বিদূষী	বিদুষী
বিষ্ফোরণ	বিস্ফোরণ
বৃহষ্পতি	বৃহস্পতি
বিকীরণ	বিকিরণ
ব্যাবধান	ব্যবধান
বিথিকা	বীথিকা
বয়সন্ধি	বয়ঃসন্ধি
বৈশিষ্ট	বৈশিষ্ট্য
বিদ্রূপ	বিদ্রুপ
বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
ব্যাবস্থা	ব্যবস্থা
বহিশক্র	বহিঃশত্রু
বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী/বিহঙ্গিনি
ব্যাবহার	ব্যবহার
ব্যাথীত	ব্যথিত
ব্যাকুলিত	ব্যাকুল
বয়ঃজেষ্ঠ্য	বয়োজ্যেষ্ঠ
ব্যাক্ত	ব্যক্ত
বিষন্ন	বিষণ্ন
ব্যাঞ্জনা	ব্যঞ্জনা
বহিঃস্কার	বহিষ্কার
বাকদান	বাগদান
ব্যাথা	ব্যথা
ব্যাবস্থাপক	ব্যবস্থাপক
ব্যয়াম	ব্যায়াম
ব্যায়	ব্যয়
বৈচিত্র	বৈচিত্র্য
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
বশিভূত	বশীভূত
বহিপ্রকাশ	বহিঃপ্রকাশ
বিকির্ন	বিকীর্ণ
বাংগালী	বাঙালি
বয়োকনিষ্ঠ	বয়ঃকনিষ্ঠ
ব্রারিষ্টার	ব্যারিস্টার

ভ ম

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভবিষ্যত্বাণী	ভবিষ্যদ্বাণী
ভুজঙ্গিনী	ভুজঙ্গী
ভাণ্ডার	ভান্ডার
ভীভিষীকা	বিভীষিকা
ভাগিরথি	ভাগীরথী
ভূমিষাৎ	ভূমিসাৎ
ভূম্যদিকারী	ভূম্যধিকারী
ভয়ঙ্করী	ভয়ংকর
ভন্ডামী	ভণ্ডামি
ভৎসনা	ভর্ৎসনা
মহুর্ত	মুহূর্ত
মনষ্কামনা	মনস্কামনা
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
মুখছবি	মুখচ্ছবি
মহেন্দ্রক্ষণ	মাহেন্দ্রক্ষণ
মনক্ষুন্ন	মনঃক্ষুণ্ন
মৎসজীবি	মৎস্যজীবী
মনহর	মনোহর
মরীচীকা	মরীচিকা
মুহূর্মুহূ	মুহুর্মুহু
মোতি	মতি
মাতঙ্গিনী	মাতঙ্গী
মনিষি	মনীষী
মিমাংসা	মীমাংসা
মুখোমুখী	মুখোমুখি
মাধুর্যতা	মাধুর্য/মধুরতা
মন্ত্রূবর	মন্ত্রিবর
মহদুপকার	মহোপকার
মতন্তর	মতান্তর
মহত্ব	মহত্ত্ব
মধুসুদন	মধুসূদন
মূমুর্ষু	মুমূর্ষু
মূহুর্ত	মুহূর্ত
মুর্ধণ্য	মূর্ধন্য
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
মনকষ্ট	মনঃকষ্ট
মনুষ্যত্য	মনুষ্যত্ব
মনমোহন	মনোমোহন
মরুদ্যান	মরূদ্যান
মৈত্রতা	মিত্রতা
মান্যনীয়	মাননীয়/মান্য
ম্যাজিষ্ট্যাট	ম্যাজিস্ট্রেট
মীণ	মীন

য র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
যষ্ঠি	যষ্টি
যশশ্বিনী	যশস্বিনী
যক্ষা	যক্ষ্মা
যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
যদ্যাপি	যদ্যপি/যদিও
যশলাভ	যশোলাভ
রাশিকৃত	রাশীকৃত
রাজলক্ষী	রাজলক্ষ্মী
রামায়ন	রামায়ণ
রবীঠাকুর	রবিঠাকুর
রেজিষ্টার	রেজিস্টার
রনতুর্য	রণতূর্য
রৌদ্রজ্জল	রৌদ্রোজ্জ্বল
রসায়ণ	রসায়ন
রাঞ্চনা	লাঞ্ছনা
রজকিনী	রজকিনি
রমণি	রমণী
ঋষিকেশ	হৃষীকেশ
ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত
ঋনী	ঋণী
ঋসি	ঋষি

ল শ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
লন্টন	লন্ঠন
লগিষ্ট	লঘিষ্ঠ
লক্ষী	লক্ষ্মী
লক্ষ্যণীয়	লক্ষণীয়
লাঞ্চিত	লাঞ্ছিত
শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
শশীভূষণ	শশিভূষণ
শ্রবন	শ্রবণ
শ্বশুড়বাড়ী	শ্বশুরবাড়ি
শ্বেতাঙ্গিনী	শ্বেতাঙ্গী
শ্রাবন	শ্রাবণ
শিরোপীড়া	শিরঃপীড়া
শোনীতধারা	শোণিতধারা
শ্রমজীবি	শ্রমজীবী
শাশ্বতি	শাশ্বতী
শারিরীক	শারীরিক
শোনিত	শোণিত
শ্রেষ্ঠতর	শ্রেষ্ঠ
শুভাকাংখি	শুভাকাঙ্ক্ষী
শশ্রুষা	শুশ্রূষা
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি

ষ স

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ষাম্মাসিক	ষাণ্মাসিক
সিজন	সৃজন
সন্মতি	সম্মতি
সন্মান	সম্মান
সান্তনা	সান্ত্বনা
সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
সমতুল্য	সম/তুল্য
সর্বাংগীন	সর্বাঙ্গীণ
সতিত্ব	সতীত্ব
সতিসাধ্বী	সতীসাধ্বী
সৌজন্যতা	সৌজন্য
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
সন্নাসী	সন্ন্যাসী
স্মশান	শ্মশান
সভাব	স্বভাব
সচ্ছ	স্বচ্ছ
স্বাত্ত্বিক	সাত্ত্বিক
স্বচ্ছল	সচ্ছল
স্বরস্বতী	সরস্বতী
সত্ত্বা	সত্তা
সত্ব	স্বত্ব
সহপাটি	সহপাঠী
সচ্ছন্দ	স্বচ্ছন্দ
সংস্কৃত	সংস্কৃত
স্থুল	স্থূল
স্ফুর্তি	স্ফূর্তি
সমিচিন	সমীচীন
সায়াহ্ণ	সায়াহ্ন
সন্ধা	সন্ধ্যা
সুস্বাস্থ্য/স্বাস্থ	স্বাস্থ্য
স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
সময়কাল	সময়/কাল
স্বায়ত্বশাসন	স্বায়ত্তশাসন
ষ্টিমার	স্টিমার
সার্থত্যাগ	স্বার্থত্যাগ
সাবধানী	সাবধান
সবিনয়পূর্বক	সবিনয়ে/বিনয়পূর্বক
সম্মিলন	সম্মেলন
সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য
স্বয়ম্বরা	স্বয়ংবরা
সম্বরণ	সংবরণ
সানন্দিত	সানন্দ
সর্পিনী	সর্পী
স্যাতস্যাতে	স্যাঁতসেঁতে
স্বাক্ষী	সাক্ষী
সহযোগীতা	সহযোগিতা
ষ্টেশন	স্টেশন
স্রোতবেগ	স্রোতোবেগ
সাচ্ছন্দ্য	স্বাচ্ছন্দ্য
ষ্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
সিন্দুর	সিন্দূর
সদ্যজাত	সদ্যোজাত
সুকেশীনী	সুকেশা/ সুকেশিনী
স্বামীগৃহ	স্বামিগৃহ
সাহার্য	সাহায্য
সন্তুষ্ঠ	সন্তোষ/সন্তুষ্ট
স্তুপ	স্তূপ
স্বত্ত্বাধিকার	স্বত্বাধিকার
সঙ্কীর্ণ	সংকীর্ণ
স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য

হ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
হটাৎ	হঠাৎ
হৃদপিণ্ড	হৃৎপিণ্ড
হস্তিদন্ত	হস্তীদন্ত
হৃদকম্প	হৃৎকম্প
হস্থশীল্প	হস্তশিল্প

নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১। বাংলা বানান ই-কার (ি) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদারহণসহ লিখুন। ০৬

উত্তর:

বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম নিচে দেওয়া হলো:

ক. যে সব তৎসম শব্দে ই, ঈ-কার উভয়ই শুদ্ধ সেসব শব্দে ই-কার হবে। **যেমন:** চুল্লি, তরণি, পদবি, নাড়ি, মমি ইত্যাদি।

খ. সব অ-তৎসম শব্দে ই-কার ব্যবহৃত হবে। **যেমন:** খুশি, পাখি, শাড়ি ইত্যাদি।

গ. বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। **যেমন:** বর্ণালি, গীতালি, সোনালি, রুপালি ইত্যাদি।

ঘ. পদাশ্রিত নির্দেশক হলে ই-কার বসবে। **যেমন:** ছেলেটি, বইটি, কলমটি, মেয়েটি ইত্যাদি।

ঙ. ভাষা বা জাতি বোঝাতে ই-কার ব্যবহৃত হয়। **যেমন:** বাংলাদেশি, ইরানি, আরবি, জার্মানি ইত্যাদি।

প্রশ্ন-০২। নিচের শব্দগুলো শুদ্ধ করে লিখুন। ০৬

অদ্ভূত, আকাঙ্খা, ইতিমধ্যে, কিম্বদন্তী, কল্যাণীয়াষু, গড্ডালিকা, পিপিলিকা, প্রাতঃরাশ, শিরচ্ছেদ, শ্রদ্ধাঞ্জলী, স্বায়ত্বশাসন, সন্যাসী।

উত্তর:

শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ নিম্নরূপ:

অশুদ্ধ	শুদ্ধরূপ	অশুদ্ধ	শুদ্ধরূপ
অদ্ভূত	অদ্ভুত	পিপিলিকা	পিপীলিকা
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি	শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
কল্যাণীয়াষু	কল্যাণীয়াসু	স্বায়ত্বশাসন	স্বায়ত্তশাসন
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা	সন্যাসী	সন্ন্যাসী

প্রশ্ন-০৩। নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানানের নিয়ম আলোচনা করুন। ০৬

ত্রিনয়ন, অভিষেক, অপরাহ্ণ, আবিষ্কার, স্টেশন, ব্রাহ্মণ

উত্তর:

নিম্নে শব্দগুলোর সঠিক বানানের নিয়ম লেখা হলো:

১. ত্রিনয়ন: সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণত্ব বিধান খাটে না।

২. অভিষেক: ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর মূর্ধণ্য-ষ হয়।

৩. অপরাহ্ণ: র-এর পর স্বরধ্বনি এবং হ-এর ব্যবধানে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ তে পরিবর্তিত হয়েছে।

৪. আবিষ্কার: বিসর্গ সন্ধির নিয়মানুসারে অ, আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গের পর ক থাকলে বিসর্গ স্থানে ষ হয়। (আবিঃ + কার = আবিষ্কার) হয়েছে।

৫. স্টেশন: ষ-ত্ব বিধানের নিয়মানুসারে ইংরেজি s স্থানে বাংলা স হয়।

৬. ব্রাহ্মণ: র এর পর স্বরধ্বনি ও, হ এবং প বর্গের ব্যবধানে দন্ত-ন মূর্ধন্য-ণ হয়।

প্রশ্ন-০৪। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (´) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ০৬

উত্তর:

নিচে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (´) ব্যবহারে নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো:

'ই'-কার-এর ব্যবহার:

১. যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ-কার শুদ্ধ সেসব শব্দে 'ই'-কার হবে। **যেমন:** নাড়ি, চুল্লি, পদবি ইত্যাদি।

২. সব অতৎসম শব্দে ই-কার হবে। **যেমন:** পাখি, খুশি, বাড়ি ইত্যাদি।

৩. আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। **যেমন:** মিতালি, সোনালি, রূপালি ইত্যাদি।

'উ'-কার-এর ব্যবহার:

১. অর্ধ-তৎসম, দেশি, বিদেশি ও তদ্ভব শব্দে উ-কার হবে। **যেমন:** পূজা > পুজো, কুলা > কুলো, মুনাফা ইত্যাদি।

২. ক্রিয়াবাচক শব্দে উ-কার হবে। **যেমন:** বুঝা, শুনা, বলুন ইত্যাদি।

৩. প্রত্যয়ান্ত শব্দযোগে উ-কার হবে। **যেমন:** পড়ুয়া, মিশুক, রাঁধুনি ইত্যাদি।

'ক্ষ'-এর ব্যবহার:

১. সংস্কৃত মূল অনুসারে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষীণ-ই লেখা হবে।

২. অ-তৎসম শব্দে খুদ, খুদে, খেপা, খিদে ইত্যাদি লেখা হবে।

'শ'-এর ব্যবহার:

১. মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্ভব শব্দে 'শ'-এর ব্যবহার ঠিক থাকবে। **যেমন:** আঁশ, শাঁস, মশা ইত্যাদি।

২. বিদেশি শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে sh স্থানে 'শ' হবে। **যেমন:** চশমা, পশম, পালিশ, পেনশন ইত্যাদি।

৩. কতগুলো শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান দেখা যায়, সামঞ্জস্যের জন্য সেগুলো যথাসম্ভব গ্রহণীয়। **যেমন:** শরবত, শরম, শহর ইত্যাদি।

রেফ (´)-এর ব্যবহার:

১. সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের শেষে রেফ (´) বসে। **যেমন:** অর্ক, বিতর্ক ইত্যাদি।

২. সন্ধির ক্ষেত্রে বিসর্গ (ঃ) স্থানে রেফ (´) বসে। **যেমন:** দুঃ + নাম = দুর্নাম, দুঃ + নীতি = দুর্নীতি ইত্যাদি।

৩. রেফ (´)-এর পরে ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব হয় না। **যেমন:** পর্যন্ত, সর্ব, অর্চনা ইত্যাদি।

প্রশ্ন-০৫। বাংলা বানানে 'ঙ' ও 'ং' -এর ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য নিয়মগুলো লেখ। ০৬

উত্তর:

বাংলা বানানে 'ঙ' ও 'ং'-এর ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য নিয়মগুলো নিম্নরূপ:

আধুনিক বানানে 'ঙ' ও 'ং' -এর উচ্চারণ একই রকম। তাই অনেক সময় সর্বক্ষেত্রে 'ঙ' বা 'ং' বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কিন্তু তা ব্যাকরণসম্মত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়- কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু ং হয় এবং কোনো কোনো বানানে শুধু 'ঙ' ব্যবহৃত হয় নিচে তা দেখানো হলো:

'ঙ' – এর ব্যবহার

- ং এর বিকল্প হিসেবে কোনো কোনো শব্দে ঙ ব্যবহৃত হয়। **যেমন:** অহঙ্কার, অলঙ্কার ইত্যাদি।
- ক, খ, গ, ঘ এর পরে কিছু শব্দে অবশ্যই 'ঙ' ব্যবহৃত হয়। **যেমন:** অঙ্ক, শঙ্ক, বঙ্কু, বঙ্গ, সঙ্গ, রঙ্গ, অঙ্গন, অঙ্গীকার, গঙ্গা ইত্যাদি।
- সাধু ভাষার কিছু শব্দের চলিতরূপ 'ঙ' হবে। **যেমন:** বাঙ্গালা >বাঙলা, রাঙ্গা > রাঙা, কাঙ্গাল > কাঙাল, আঙ্গিনা > আঙিনা, আঙ্গুল > আঙুল, ভাঙ্গন > ভাঙন, লাঙ্গল > লাঙল ইত্যাদি।
- 'আকাঙ্ক্ষা' শব্দটি 'কাঙ্ক্ষ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন বলে 'ঙ্ক্ষ' ব্যবহৃত হয়। (আ + √কাঙ্ক্ষ্ + আ = আকাঙ্ক্ষা)
- ং যুক্ত শব্দে স্বর ব্যবহার করলে ঙ হবে, **যেমন:** রং + এর = রঙের; ঢঙের ইত্যাদি।

'ং' এর ব্যবহার

- সন্ধিতে পূর্ব পদের শেষে ম্ থাকলে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ অন্তঃস্থ (য / র / ল / ব) বা উষ্ম বর্ণ (শ / ষ / স / হ) থাকলে সন্ধির 'ম' এর জায়গায় শুধু ং বসে। **যেমন:** সম্ + বলিত = সংবলিত, সম্ + বেদন = সংবেদন, সম্ + বাদ = সংবাদ ইত্যাদি।
- তদ্ভব ও দেশি শব্দে সাধারণত ং ব্যবহৃত হয়। **যেমন:** ব্যাং, শিং, ঢং, আংটি ইত্যাদি।
- বিদেশি শব্দে সাধারণত ং ব্যবহৃত হয়। **যেমন:** ইংরেজি, ব্যাংক, শিলিং, মিটিং ইত্যাদি।
- সংস্কৃত থেকে আগত কিছু শব্দে ং হয়। **যেমন:** কংস, দংশন, ধ্বংস, নৃশংস, বংশ, বরং, এবং, মাংস, মীমাংসা, সিংহ, সুতরাং, হংস, হিংস্র ইত্যাদি।
- প্রথম শব্দের শেষে ব্যঞ্জনবর্ণ 'ম' থাকলে এবং দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে বর্গীয় 'ব' থাকলে 'ম' স্থলে 'ং' হয় না। **যেমন:** সম্ + বন্ধ = সম্বন্ধ, সম্ + বন্ধী = সম্বন্ধী, সম্ + বন্ধীয় = সম্বন্ধীয় ইত্যাদি।
- সন্ধির নিয়মানুসারে পূর্বপদের শেষে 'ম' থাকলে এবং পরপদের প্রথম বর্ণে ক, খ, গ, ঘ এর যেকোনো একটা বর্ণ থাকলে 'ঙ' বা 'ং' দুটোই ব্যবহার করা যায়। **যেমন:** অহম্ + কার = অহঙ্কার/অহংকার, ভয়ম্ + কর = ভয়ঙ্কর/ভয়ংকর, শুভম্ + কর = শুভঙ্কর/শুভংকর, সম্ + গীত = সঙ্গীত/সংগীত, সম্ + গম = সঙ্গম/সংগম ইত্যাদি।

প্রশ্ন-০৬। বাংলা বানানে বিসর্গ (ঃ) ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য নিয়মগুলো লেখ। ০৬

উত্তর:

বাংলা বানানে বিসর্গ (ঃ) ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য নিয়মগুলো নিম্নরূপ:

- পদান্তে বিসর্গ থাকবে না। **যেমন:** প্রধানত, মূলত, আপাতত, ক্রমশ ইত্যাদি। কিন্তু পদমধ্যস্থ বিসর্গ বজায় থাকবে। **যেমন:** অতঃপর, অন্তঃপুর, দুঃশাসন, নিঃসন্দেহ, নিঃসরণ, নিঃস্ব, মনঃক্ষুন্ন, সর্বান্তঃকরণে ইত্যাদি।
- সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য বিসর্গ (ঃ) বর্জন করা যাবে। **যেমন:** মনঃ, যশঃ, শ্রেয়ঃ, স্থলে মন, যশ, শ্রেয় ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের মধ্যস্থিত বিসর্গ যথারীতি থাকবে। **যেমন:** মনঃ + পীড়া = মনঃপীড়া, যশঃ + প্রাপ্তি = যশঃপ্রাপ্তি ইত্যাদি।
- বিসর্গের পর স্বরবর্ণ এবং বর্গের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ণ থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। **যেমন:** নিঃ + অবধি = নিরবধি, দুঃ + জন = দুর্জন।
- কতিপয় খাঁটি বাংলা শব্দের পর বিসর্গ বসে। **যেমন:** ছিঃ ছিঃ, এঃ ইত্যাদি।
- বিসর্গের পর র থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গস্থানে র হয় এবং তা লোপ পেয়ে যায় এবং পূর্বস্বর দীর্ঘ হয়। **যেমন:** নিঃ + রোগ = নীরোগ, নিঃ + রব = নীরব ইত্যাদি।

প্রশ্ন-০৭। কোন শব্দটি বানানের কোন নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয়েছে? ০৬

কর্ণেল, প্রতিযোগিতা, মন্ত্রিত্ব, গুণিগণ, অভিষিক্ত, সুবর্ণ, জাপানি, রঙ, ঔপনিবেশিক, পরিষ্কার, ভৌগোলিক, শুশ্রুষা।

উত্তর:

কর্ণেল	:	বিদেশি শব্দে ণ হয় না।
প্রতিযোগিতা	:	সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হয়
মন্ত্রিত্ব	:	সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হয়
গুণিগণ	:	মূল শব্দ 'গুণিন্'। 'ইন্' -প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ হলে ই-কার হয়।
অভিষিক্ত	:	ষত্ব-বিধানের নিয়ম অনুযায়ী ই-কারান্ত উপসর্গের পরবর্তী ধাতুর 'স' 'ষ' -তে পরিবর্তিত হয়েছে।
সুবর্ণ	:	ণত্ব-বিধানের নিয়ম অনুসারে 'র' -এর পরবর্তী 'ন' 'ণ' -তে পরিবর্তিত হয়েছে।
জাপানি	:	বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে 'জাপানি' শব্দটি জাতিবাচক হওয়ায় ই-কার হয়েছে।
রঙ	:	অতৎসম শব্দের বানানের ক্ষেত্রে 'ং' কিংবা 'ঙ' দুটো সিদ্ধ।
ঔপনিবেশিক	:	প্রত্যয়ের নিয়মানুসারে ইক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে আদি স্বরের বৃদ্ধি ঘটেছে। (উপনিবেশ + ইক = ঔপনিবেশিক)
পরিষ্কার	:	অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির পর মূর্ধন্য-ষ হয়। (পরি + কার = পরিষ্কার)
ভৌগোলিক	:	(ভূগোল + ইক্ = ভৌগোলিক) প্রত্যয়ের নিয়মানুসারে আদিস্বরের বৃদ্ধি ঘটেছে।
শুশ্রুষা	:	ষত্ব-বিধানের নিয়ম অনুসারে অ আ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণের পর মূর্ধন্য-ষ হয়।